

 **জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

পিএবিএক্স- ৫৫০১৩৭২৬-২৮

ওয়েব সাইটঃ [www.nhrc.org.bd](http://www.nhrc.org.bd), ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com

**তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মন্দির ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা**

গত শনিবার ফেসবুকের একটি ছবিকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মন্দির ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলার প্রেক্ষিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কমিশনের সদস্য এনামুল হক চৌধুরীর নেতৃত্তে উচ্চ-পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং কমিটিকে অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদন পেশ করার পরামর্শ দেন। কমিটির অন্য ২ জন সদস্য হলেন মোঃ শরীফ উদ্দীন, পরিচালক এবং জয়দেব চক্রবর্তী, সহকারী পরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। উক্ত তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন পেশ করেছে। প্রতিবেদনটি জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের নিকট প্রকাশ করার জন্য ০৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক এবং সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

পর্যবেক্ষণঃ

ঘটনাস্থলসমূহ পরির্দশন করে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে তথ্যানুসন্ধানকারী দল এ মর্মে উপনীত হন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় বিভিন্ন মন্দিরে হামলা সুপরিকল্পিত। একটি চক্রান্তকারী গোষ্ঠী দেশে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে এ হামলা চালিয়েছে। জেঠাগ্রাম হাফিজিয়া মাদ্রাসার মাওলানা নুর ইসলাম, দাঁত মন্ডল গ্রামের তাজউদ্দিন আহম্মেদ, ছাফরতলা গ্রামের সবুজ হাজি, গৌর মন্দির এলাকার সাবেক মেম্বার ওলী ও খরক পাড়া গ্রামে ফারুক মোল্লা, পশ্চিম পাড়ার আবেদ আলীর ছেলে রহিম সহ অনেকে চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর সাথে জড়িত মর্মে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া যায়। ঘটনার দিন সমাবেশে নাসিরনগর আওয়ামীলীগের সভাপতি ডাক্তার রাফি এবং সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সরকার উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে মর্মে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া যায়। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মন্দিরে হামলার ব্যাপার সুপূর্বপরিকল্পনার ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া, প্রশাসনের এবং পুলিশ বাহিনীর দূরদর্শিতার অভাব, উদাসিনতা এবং অবহেলা উক্ত হামলাকে সুযোগ করে দিয়েছে। সমাবেশের অনুমতি প্রদান এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রাখা এবং দূরদর্শি সচেতনতার অভাবে এ হামলা ত্বরান্বিত হয়েছে। জেলে পাড়ার নিরক্ষর রসুরাজ দাস এর ফেসবুকে পোস্ট করা ধর্মীয় অবমাননার ছবি সে নিজেই পোস্ট করেছে বলে তথ্যানুসন্ধানকারী দলের নিকট প্রতীয়মান হয়নি। মন্দির এবং হিন্দুদের বাড়ি ঘরে বিভৎস হামলা এবং লুটপাট 1971 সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পক্ষের নির্যাতনকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়। অসহায় ও গরিব হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর এ ধরনের বিভৎস হামলা অপরাধমূলক কর্মকান্ড এবং মানবাধিকারের গভীর লঙ্ঘন।

**সুপারিশ:**

1. ঘটনার সাথে জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলা
2. হামলায় আক্রান্ত মন্দির ও পরিবারগুলোকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলা
3. নাসিরনগর উপজেলার পুলিশ এবং উপজেলা প্রশাসনের অদূরদর্শিতার বিষয়ে তদন্তপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলা